নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
হাইকোর্ট বিভাগ
(ফৌজদারী আপীল অধিক্ষেত্র)

উপস্থিতঃ

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামাল

ফৌজদারী আপীল নং ৫০৯৯/২০১৬

মোঃ শওকত হোসেন

----সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী।

-বনাম-

রাষ্ট্র ও অন্য

------প্রতিপক্ষদ্বয় ।

এ্যাডভোকেট হাসান উজ-জামান

---সাজাপ্রাপ্ত-আপীলকারী পক্ষে।

এ্যাডভোকেট আসিফ হাসান

----------দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে

এ্যাডভোকেট মোঃ আশেক মোমিন, ডেপুটি এ্যাটর্নী জেনারেল সংগে

এ্যাডভোকেট লাকী বেগম, সহকার এ্যাটনী জেনারেল

এ্যাডভোকেট ফেরদৌসী আক্তার, সহকারী এ্যাটর্নী জেনারেল

-- --রাষ্ট্র-প্রতিপক্ষ পক্ষে।

শুনানীর তারিখঃ ১৬.০১.২০২৩, ১৭.০১.২০২৩

এবং রায় প্রদানের তারিখঃ ২২.০১.২০২৩।

বিচারপতি জনাব মোঃ আশরাফুল কামালঃ

বিজ্ঞ বিশেষ জজ, পটুয়াখালী কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১০/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.০৫.২০১৬ তারিখের রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে অত্র ফৌজদারী আপীল ।

অত্র আপীলটি নিস্পত্তি লক্ষ্যে ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, আসামী মোঃ শওকত হোসেন উপ-খাদ্য পরিদর্শক, দশমিনা ও দশমিনা থানাধীন, রনগোপালদী খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে বিগত ইংরেজী ০৮.০৩.১৯৯৯ তারিখ দায়িত্ব গ্রহনে কর্মরত থাকাকালে বিগত ইংরেজী ৩০.১১.২০০২ তারিখে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, উক্ত খাদ্য গুদাম পরিদর্শনকালে খামাল নং ১/১৫৮০২৬ স্টক যাচাইয়ে ১২৯ বস্তা চাউলের স্থলে ৮০ বস্তা চাউল মজুদ পান। চালের ঘাটতির পরিমান ৬.২৮২ মেঃ টন যার সরকারী মুল্য প্রতি কুইন্টাল ১৫৩৪/- হিসেবে ৯৬,৩৮৫.৮৮ টাকা। এ প্রেক্ষিতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করেন উক্ত খাদ্য গুদামের মজুদকৃত খাদ্য শষ্যের বাস্তব পরিমান গ্রহনের নির্দেশ দিলে পরিমাপকালে ৪২.৭৪৩ মেঃ টন গমের ঘাটতি পান। যার সরকারী মুল্য প্রতি কুইন্টাল ১৬০০/- টাকা হিসেবে ৫,৫৫,৬৭৯/- টাকা। আসামী শওকত হোসেন উক্ত খাদ্য গুদামের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত থাকাকালে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্য ক্ষমতার অপব্যবহার করে

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৫,৫২,০২৪.৮৮ টাকার চাল এবং গম আত্মসাৎ করেন। এ বিষয়ে তৎকালীন দুর্নীতি দমন বুর্যে, পটয়াখালীর ই/আর নং ২৭/০৩ সহকারী পরিদর্শক মোঃ খলিলুর রহমান অনুসন্ধানে উপর্যুক্ত বিষয়ে প্রাথমিকভাবে প্রমানিত পেয়ে বাদী হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে দশমিনা থানায় এজাহার দায়ের করলে দশমিনা থানার মামলা নং ০৩, তারিখ ২৯.০৭.০৪ রুজু হয়। অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় তদন্তকারী কর্মকর্তা দন্ডবিধির ৪০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে আসামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ পত্র দাখিল করেন। মামলার অপরাধের বিষয় বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচার্য হেতু মামলাটি বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ, পটুয়াখালী আদালতে প্রেরন করা হয়। বিজ্ঞ বিশেষ জজ, পটুয়াখালী কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১০/২০১৫ (জি,আর মামলা নং ৩৭/২০০৪ (দশমিনা), দশমিনা থানার মামলা নং ০৩ তারিখ ২৯.০৭.২০০৪) শুনানী অন্তে আসামীকে দন্ডবিধির ৪০৯ সংগে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইন, ১৯৪৭-এর ধারা ৫ উপ-ধারা (২)-এ দোষী সাব্যস্থ করে দন্ডবিধির ৪০৯ ধারায় ০৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ১০,০০০/ (দশ হাজার) টাকা অর্থদন্ড অনাদায়ে আরও ০৬(ছয়) মাস বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে ০৫(পাঁচ) বছর সশ্রম কারাদন্ড প্রদান করেন। উপরিল্লিখিত রায় ও দন্ডাদেশের বিরুদ্ধে অত্র আপীল। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ হাসান উজ-জামান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করে নিবেদন করেন যে, খামাল কার্ড মোতাবেক ঘাটতির মূল কারণ পোকায় আক্রান্ত হওয়া। গম পোকায় আক্রান্ত হওয়ায় বিষয়টি আসামী আপীলকারী পত্রের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষকে অবহিত করেছিলেন। ঘাটতির কারণে আসামীকে আত্মসাতের অভিযোগে দোষী সাব্যস্থ করা বেআইনী। এই যুক্তির সমর্থনে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট 11MLR(HC)Page-144 এর নজির উপস্থাপন করেন। অপরদিকে ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ আসিফ হাসান বিস্তারিতভাবে যুক্তিতর্ক উপস্থাপন করেন করেন। অত্র ফৌজদারী আপীল দরখাস্ত এবং নথী পর্যালোচনা করলাম। আসামী-আপীলকারী পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট মোঃ হাসান উজ-জামান এবং ২নং প্রতিপক্ষ দুর্নীতি দমন কমিশন পক্ষে বিজ্ঞ এ্যাডভোকেট আসিফ হাসান এর যুক্তিতর্ক শ্রবণ করলাম। **গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বিজ্ঞ বিশেষ জজ, পটুয়াখালী কর্তৃক বিশেষ মোকদ্দমা নং ১০/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.০৫.২০১৬ তারিখের রায় নিম্নে অবিকল অনুলিখন হলোঃ-** *"এটা আসামী মোঃ শওকত হোসেন, সাবেক উপ-খাদ্য পরিদর্শক, দশমিনা, বর্তমানে গলাচিপা উপজেলা খাদ্য অফিস, গলাচিপা, পটুয়াখালীর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ ধারা তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধে বিশেষ মামলা।*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		সাক্ষ্যাদি পর্যালোচনায় সংক্ষেপে প্রসিকিউশনের মামলার বিবরণ হচ্ছে, আসামী মোঃ শওকত হোসেন উপ-খাদ্য পরিদর্শক, দশমিনা ও দশমিনা থানাধীন, রনগোপালদী খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ইং ০৮/০৩/৯৯ তারিখ দায়িত্ব গ্রহণে কর্মরত থাকাকালে গত ইং ৩০/১১/০২ তারিখ উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দশমিনা রনগোপালদী খাদ্য গুদাম আকস্মিক পরিদর্শনে চাউলের খামাল নং ১/১৫৮০২৬ স্টক যাচাইয়ে ১০০% বাস্তব ওজনে আসামীর উপস্থিতিতে ১২৯ বস্তায় ১১.৬১৩ মেঃ টন চাউলের হলে ৮০ বস্তায় ৫.৩৩১ মেঃ টন চাউল মজুদ পান। চালের ঘাটতির পরিমান ৬.২৮২ মেঃ টন যার সরকারী মূল্য প্রতি কুইন্টাল ১৫৩৪/- টাকা হিসাবে ৯৬,৩৮৫.৮৮ টাকা। এ প্রেক্ষিতে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে রনগোপালদী খাদ্য গুদামের মজুদ খাদ্য শষ্যের বাস্তব পরিমাপ গ্রহণের নির্দেশ দিলে উক্ত কমিটি পরিমাপকালে গমের খামাল নং ২১/১৫৮০১৬ থেকে ২৫/১৫৮০২১ পরিমাপ করে ৪২.৭৪৩ মেঃ টন গমের ঘাটতি পান। যার সরকারী মূল্য প্রতি কুইন্টাল ১৬০০/- টাকা হিসাবে ৫.৫৫.৬৭৯/- টাকা। এমতে আসামী শওকত হোসেন রনগোপালদী খাদ্য গুদামের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাকালে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গের মাধ্যমে নিজেকে অসৎ উদ্দেশ্যে লাভবান করার লক্ষ্যে ক্ষমতার অপব্যহার করে ৬,৫২,০২৪.৮৮ টাকার চাল, গম আত্মসাৎ করে। এ বিষয়ে তৎকালীন দূর্নীতি দমন ব্যুরো, পটুয়াখালীর ই/আর নং ২৭/০৩ সহকারী পরিদর্শক, মোঃ খলিলুর রহমান (পি.ডবিউ-৩) অনুসন্ধানে উপর্যুক্ত বিষয় প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় বাদী হয়ে আসামীর বিরুদ্ধে দশমিনা থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করলে দশমিনা থানার মামলা নং ০৩, তারিখ ইং ২৯/০৭/০৪ রুজু হয়। মামলাটি পরবর্তীতে দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালীর উপ-সহকারী পরিচালক মোঃ আবদুল আউয়াল (পি.ডবিউ-৬) এর উপর অর্পিত হলে, তিনি তদন্তে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দন্ড বিধির ৪০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে চার্জশীট দাখিল করেন। মামলার অপরাধের বিষয় বিশেষ আদালত কর্তৃক বিচার্য হেতু মামলাটি বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ, পটুয়াখালী আদালতে প্রেরিত হয়। বিজ্ঞ সিনিয়র স্পেশাল জজ

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন। অতঃপর মামলাটির বিচার নিস্পন্নের জন্য এই বিশেষ আদালতে প্রেরিত হয়। মামলার নথি প্রাপ্তির পর আসামীর উপস্থিতিতে ও বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার শাস্তিযোগ্য অপরাধে আনুষ্ঠানিক ভাবে অভিযোগ গঠন করা হয়। অভিযোগের বিষয় আসামীকে পড়ায়ে ব্যাখ্যা করে শোনালে নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে। *অতঃপর প্রসিকিউশন পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রমাণের জন্য ৭ জন সাক্ষীর মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপন করেন। প্রসিকিউশনের স্বাক্ষ্য সমাপ্তির পর আসামীকে ফৌজদারী কার্যবিধির ৩৪২ ধারামতে পরীক্ষা করলে পূনরায় নির্দোষ দাবী করে বিচার প্রার্থনা করে। কোন সাফাই সাক্ষ্য উপস্থাপন করেনি।* *<u>বিবেচ্যের বিষয় সমূহঃ-</u>* *(১) আসামী মোঃ শওকত হোসেন, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, দশমিনা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে রনগোপালদী খাদ্য গুদামে ইং ০৮/০৩/৯৯ থেকে ০৫/০৩/০৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে প্রতারনা মূলে অবৈধভাবে লাভবান হওয়ার উদ্দেশ্যে আত্মসাতের লক্ষ্যে অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে ক্ষমতার অপব্যবহার করতঃ ৬.২৮২ মেঃ টন সরকারী চাল এবং ৪২.৭৪৩ মেঃ টন সরকার গম যার সরকারী মূল্য ৬.৫২,০২৪.৮৮ টাকা আত্মসাৎ করেছিল কি না?* *(২) প্রসিকিউশনপক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন কিনা?* *(৩) আসামীকে অপরাধী সাব্যস্ত করে সাজা দেওয়া যায় কি না?* *<u>আলোচনা ও সিদ্ধান্ত:-</u>* *<u>বিবেচ্য বিষয় নং ১-৩ঃ-</u>* *বিবেচ্যের বিষয়গুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বিবেচিত হওয়ায় আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে একসাথে গৃহীত হলো।* *আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুবিধার্থে প্রসিকিউশন হতে উপস্থাপিত সাক্ষ্যাদি উপস্থাপন প্রয়োজন।*

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি, ডব্লিউ-১ হিসেবে মোঃ আঃ রশিদ মাতুব্বার বলেন, তিনি ২০০৩ সালে খাদ্য পরিদর্শক হিসাবে গলাচিপা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ে কর্মরত থাকাকালে, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের আদেশে রনগোপালদি খাদ্য গুদামে যান এবং গুদামের খাদ্য-শয্য ওজন দিয়ে ডেলিভারী দেন। বক্রী মালামাল গুদামে রেখে চলে আসেন। তিনি তার স্বাক্ষরিত ইং ২৯/০৫/০৩ তারিখের স্মারক এবং স্মারকের সাথে প্রেরিত বিবরণী ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রমাণ করেন। জেরায় প্রকাশ করেন, পোকা খাওয়া ও পঁচা মালামাল বস্তায় থাকতে পারে। দীর্ঘদিন গুদামে বস্তা পড়ে থাকলে পঁচা, নষ্ট ও পোকা খাওয়া হতে পারে। ডেলিভারী দেয়ার পর কত পরিমান মাল গুদামে অবশিষ্ট থাকে তা খাতা না দেখে বলতে পারেন না। পোকা খাওয়া, পঁচা, নষ্ট মালামাল সঠিক ভাবে ওজন দিলে কোন ঘাটতি থাকতো না মর্মে সাজেশন দিলে অস্বীকার করেন। *পি, ডবিউ-২ মোঃ খলিলুর রহমান সাবেক খাদ্য পরিদর্শক, গলাচিপা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয় বলেন, খাদ্য পরিদর্শক হিসাবে গলাচিপায় কর্মরত থাকাকালে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালীর নির্দেশক্রমে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন হয়। উক্ত কমিটির প্রধান ছিলেন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, গলাচিপা। তিনি কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। তারা ইং ০৮/০৩/০৩ তারিখ রনগোপালদী খাদ্য গুদামে গিয়ে গুদামে থাকা চাল বিতরণ করেন। তাতে যে ঘাটতি হয় তা সরকারী নীতিমালার মধ্যে হয়। অতিরিক্ত ঘাটতি হয়না। ইং ০৯/০৩/০৩ থেকে ইং ২৭/০৫/০৩ তারিখ পর্যন্ত বিতরণ আদেশের মাধ্যমে বিতরণ করেন। বিতরণ শেষে ৪৩১৩ বস্তায় ৩৮২ মেঃ টন চাল বিতরণ হয়। উহাতে সরকারী বিধি মোতাবেক ৪২ মেঃ টনের কিছু বেশী মাল ঘাটতি দেখা যায়। এমর্মে তারা প্রতিবেদন দেন। তিনি ইং ২৯/০৫/০৩ তারিখ স্মারক ও প্রতিবেদনে তার স্বাক্ষর প্রমাণ করেন।* *জেরায় প্রকাশ করেন, দুদকের কর্মকর্তার নিকট অনেক গম পোকায় কাটা ও ডাষ্ট দেখার কথা ও মোট মালের মধ্যে ৫০ ভাগই ঐরুপ বলেছিলেন কি না খেয়াল নেই। অনেক গম বস্তার মধ্যে ফেলা হয়, তা প্রতিবেদনে বলা হয়েছে। পোকা খাওয়া ও ডাষ্ট মালামাল সঠিক ভাবে ওজন দিলে কোন ঘাটতি থাকতো কি না বলতে পারেন না।*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পি.ডবিউ-৩ মামলার সংবাদদাতা বাদী সাবেক সহকারী পরিদর্শক, দুর্নীতি দমন খ্যুরো, পটুয়াখালী, মোঃ খলিলুর রহমান বলেন, ২০০৪ সালে পটুয়াখালীতে কর্মরত থাকাবস্থায় মামলার প্রাথমিক অনুসন্ধান ভার তার উপর অর্পিত হয়। তিনি রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা করে ইং ২৯/০৭/০৪ তারিখে এজাহার দায়ের করেন। আসামী শওকত হোসেন উপ-খাদ্য পরিদর্শক হিসাবে উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দশমিনায় কর্মরত থাকাবস্থায় রনগোপালদী খাদ্য গুদামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত গুদামে কর্মরত থাকাকালে খাদ্য গুদাম থেকে ৬.২৪৩ মেঃ টন চাল এবং ৪২.৭৪৩ মেঃ টন গম যার সরকারী মূল্য ৬,৫২,০২৪.৮৮ টাকা আত্মসাৎ করেন। তিনি কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে আসামীর বিরুদ্ধে এজাহার দায়ের করেন। তিনি তার দাখিলী ইং ২৯/০৭/০৪ তারিখের এজাহার ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রমাণ করেন। ডকে দাঁড়ানো আসামী শওকত হোসেনকে সনাক্ত করেন। *জেরায় প্রকাশ করেন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্মকর্তা ঘটনা নিয়ে ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করার কথা কেস ডকেটে আছে। কত বস্তায় কত ঘাটতি হয় তাহা বলতে পারেন না। প্রতি টন কত টাকা হিসাবে আত্মসাতের অংক বলেছেন, তা স্বরন নেই। গুদামে সম্ভবতঃ ৫টি খামালে মালামাল ছিল। বাৎসরিক প্রতিবেদনে কোন খামালে কত টন ছিল বলতে পারেন না। কোন খামালে কত টন ঘাটতি হয় বলতে পারেন না। আসামী গুদামে কর্মরত থাকাকালে গুদামের মালামাল পোকায় ধরা, পানি পড়ে নষ্ট হওয়া উল্লেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রককে ১৮টি চিঠির মাধ্যমে অবহিত করেছিলেন কি না জানেন না। জেলা ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা বিভিন্ন তারিখ বিভিন্ন সময়ে পরিদর্শন করে গুদামের প্রায় প্রতিটি বস্তা পোকায় কাটা, প্রচুর ধুলি বালিযুক্ত মর্মে প্রতিবেদন দেয় কি না তার জানা নেই। আত্মসাতের অর্থ আসামীর বিভাগীয় দপ্তর মাসিক বেতন থেকে কেটে নেয় কি না এবং অল্প কিছু বাকী আছে কি না তার জানা নেই।* *পি. ডব্লিউ-৪ মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান বলেন, ইং ১৯/০২/০৪ তারিখ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, পটুয়াখালীতে অফিস সহকারী হিসাবে কর্মরত থাকাকালে দুর্নীতি দমন ব্যুরো, পটুয়াখালী কার্যালয়ে উপ-খাদ্য পরিদর্শক আমির হোসেনের উপস্থাপন করা মতে সহকারী*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		পরিদর্শক মোঃ খলিলুর রহমান রনগোপালদী খাদ্য গুদামের ২টি লেজার বই ঘাটতি রেজিষ্টার, চাল ও গমের খামাল কার্ড, এল, ইউ,এ বই জব্দ করেন। তিনি জব্দ তালিকায় স্বাক্ষী হিসাবে সই করেন। ইং ১৯/০২/০৪ তারিখের জব্দ তালিকা ও তাতে তার স্বাক্ষর প্রমাণ করেন। আসামীপক্ষ জেরা ডিক্লাইন্ড ঘোষণা করেন। *পি, ডব্লিউ-৫ মোঃ আবুল কালাম আজাদ ইং ১৯/০২/০৪ তারিখের জব্দ তালিকায় সাক্ষী হিসাবে তার স্বাক্ষর প্রমাণ করেন এবং বলেন, জব্দকৃত আলামত আমির হোসেনের জিম্মায় দিয়েছিল।* *পি, ডব্লিউ-৬ মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দুর্নীতি দমন কমিশন, সমন্বিত জেলা কার্যালয়, পটুয়াখালীর উপ-সহকারী পরিচালক মোঃ আবদুল আউয়াল মিয়া তার তদন্ত কাজের সমর্থনে সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং বলেন, আসামী শওকত হোসেন রনগোপালদী খাদ্য গুদাম দশমিনায় ইং ০৮/০৩/৯৯ থেকে ২৭/০৫/০৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে ৬,৫২,০২৪.৮৮ টাকার খাদ্যশষ্য আত্মসাৎ করে। সহ-পরিদর্শক অনুসন্ধান করে ই/আর মূলে রেকর্ডপত্র জমা দেয়। তিনি আসামীর বিরুদ্ধে অনুসন্ধানকৃত ই/আর প্রমাণ করেন। আরও বলেন, তিনি আংশিক তদন্তকালে মামলা সংশিষ্টে রেজিষ্টার, খামাল কার্ড ইত্যাদি জব্দ করেন। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন ও কিছু সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তিনি তদন্তকালে জব্দকৃত রেকর্ডপত্রের ফটোকপি সংগ্রহ করেন। সংশিষ্টে সাক্ষীদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তদন্তে আসামীর বিরুদ্ধে ৬.৫২,০২৪.৮৮ টাকা আত্মসাতের বিষয় প্রাথমিক ভাবে প্রমাণিত হওয়ায় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে দন্ড বিধির ৪০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে চার্জশীট দাখিল করেন।* *জেরায় প্রকাশ করেন, বিভাগীয় ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতে রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে চার্জশীট দাখিল করেন। রিপোর্টে বিভিন্ন সময়ের বিভাগীয় পরিদর্শনে বছরে ৬ ইঞ্চি পরিমান গম পোকায় কাটা, প্রচুর ডাষ্টযুক্ত লেখা ছিল মর্মে দেখেছেন। কিন্তু রিপোর্টে ইহাও লেখা ছিল যে, স্বীকৃত পরিমাণ ক্ষতির চেয়েও ২০% খাদ্য শষ্য ঘাটতি। বিভাগীয় সিদ্ধান্তে আসামী আত্মসাৎ মেনে নিয়ে অর্থ আদায় দিয়েছে। চার্জশীটে বিভাগীয় তদন্তের কথা বলা হয়েছে। বিভাগীয় তদন্তে আসামীর উপর যে ক্ষতিপূরণ ধার্য হয়, তা আসামীর বেতন থেকে ১/৩ অংশ কেটে নেয়া*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		অব্যাহত ছিল এবং ২,৬৭,৫২৭/৭৩ টাকা চার্জশীট দাখিলের সময় পাওনা ছিল। আসামীর চাকুরীর মেয়াদ ছিল ইং ০১/০৩/১৬ তারিখ পর্যন্ত। বিভাগীয় রিপোর্টে বেতন থেকে সমন্বয় না হলে অবসরে যাবার পর আনুতোষিক খাত থেকে কেটে সমন্বয় করার আদেশ ছিল। আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ও শাস্তি আরোপ হয়েছে। আসামী চাকুরীর ভয়ে কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নেয় বা কোন আত্মসাৎ করেনি মর্মে সাজেশন দিলে অস্বীকার করেন। *পি.ডব্লিউ-৭ উপ-খাদ্য পরিদর্শক, দশমিনা মোঃ মাসুদুর রহমান ইং ১৯/০২/০৪ তারিখ জব্দকৃত আলামত সমূহ যা, খাদ্য পরিদর্শক, আমির হোসেনের জিম্মায় ছিল তা আমির হোসেন মারা যাওয়ায় তিনি ঐসব আলামত সমূহ আদালতে দাখিল করেন।* *জেরায় প্রকাশ করেন, প্রতিটা খামাল কার্ডে মন্তব্য কলামে ধূমায়ীত, ঔষধ দেয়া অবস্থায় দেখা গেল মর্মে লিপিবদ্ধ আছে। সংশিষ্টে মালামাল অস্বাভাবিক সময় গুদামে মজুদ ছিল।* *এজাহার প্রদর্শনী-১ দৃষ্টে ইং ০৮/০৩/১৯৯৯ তারিখ থেকে ইং ২৭/০৫/২০০৩ তারিখ পর্যন্ত আসামী মোঃ শওকত হোসেন উপ-খাদ্য পরিদর্শক, দশমিনা, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রনগোপালদী খাদ্য গুদামে নিয়োজিত থাকাকালীন ঘটনা। ঘটনার বিষয়ে তৎকালীন দুর্নীতি দমন ব্যুরো, পটুয়াখালীর দপ্তরে অভিযোগ দায়েরের প্রেক্ষিতে ই/আর ২৭/২০০৩ অনুসন্ধানে প্রাথমিক সত্যতা পেয়ে আসামীর বিরুদ্ধে ইং ২৯/০৭/০৪ তারিখ দশমিনা থানায় মামলা হয়। ইং ১৯/০২/০৪ তারিখের জব্দ তালিকা প্রদর্শনী-৩ দৃষ্টে পি, ডবিউ-৩, উপ-খাদ্য পরিদর্শক, দশমিনা মোঃ আমির হোসেনের (বর্তমানে মৃত) উপস্থাপন করা মতে রনগোপালদী খাদ্য গুদাম নং এফ,এস-১ ও এফ, এস-২ এর ২টি লেজার বহি, খামাল কার্ড, এল, ইউ.এ. বহি জব্দ করেন।* *উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, দশমিনা, পটুয়াখালীর ২৯/০৫/০৩ তারিখের ৮৮/ উখানি/ দশ-০৩ সংখ্যক সারক এবং উক্ত স্মারকের সাথে প্রেরিত প্রতিবেদন প্রদর্শনী-১ ও ২ এবং পি.ডব্লিউ-১ ও ২ এর সাক্ষ্য পর্যালোচনায় রনগোপালদী খাদ্য গুদামের খাদ্যশষ্য ঘাটতির বিষয়ে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালীর আদেশে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি হয়। যে কমিটি রনগোপালদী খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আসামী শওকত হোসেনের উপস্থিতিতে গুদামে রক্ষিত চাল এবং গম এর প্রকৃত ও বাস্তব অবস্থা দেখার জন্য পরিমাপ*

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		ও বিতরণ করেন এবং ঘাটতি নির্ধারন করেন। উক্ত সারকে (প্রদর্শনী-১) উল্লেখ করা হয়েছে, ইং ০৮/০৩/০৩ তারিখ রনগোপালদী খাদ্য গুদামের একটি চাউলের মজুদ থামালে ৪১ বস্তা = ৩.৫৪৯ মেঃ টন চাল ছিল এবং ৫টি খামালে সর্বমোট ৪৩৭০ বস্তা = ৪১০.১২৫ মেঃ টন গম মজুদ ছিল। ইং ০৯/০৩/০৩ তারিখ হতে গলাচিপা উপজেলা ও দশমিনা উপজেলার বিলি আদেশের মাধ্যমে রণগোপালদী খাদ্য গুদামের মজুদকৃত চাল ও গম ইং ২৭/০৫/০৩ তারিখ নিঃশেষ হয়। স্মারকে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, চালের খামালে ৪১ বস্তা = ৩.৩১৯ মেঃ টন চাল বিলি আদেশের মাধ্যমে বিতরণ করা হয়। ০ বস্তা = ০.২৩০ মেঃ টন চাল ঘাটতি হয়। যা সীমিত ঘাটতি হিসাবে বিবেচিত। পর্যালোচনায় আরও প্রতীয়মান ৪৩১৩ বস্তা = ৩৬৭.৩৮২ মেঃ টন গম বিলি আদেশের মাধ্যমে বিতরণ করা হয় এবং ০ বস্তা = ৪২.৭৪৩ মেঃ টন গম ঘাটতি হয়। বিতরণ শেষে ২৫/১৫৮০২১ নং খামালে ৫৭ খানা খালি বস্তা পঁচা, ছেঁড়া কাটা পাওয়া যায়। উক্ত সারক ও প্রতিবেদনে আসামী নিজেও স্বাক্ষর করেছেন। উক্ত সারক প্রতিবেদন সঠিক নয় এমর্মে আসামীর কোন ডিফেন্স নেই। উক্ত স্মারক ও প্রতিবেদনের (প্রদর্শনী-১ ও ২), স্বাক্ষরকারী সদস্য, খাদ্য পরিদর্শক, গলাচিপা (পি.ডবিউ-১) তার জবানবন্দীতে উক্ত স্মারক এবং প্রতিবেদন প্রমাণ করেছেন। খাদ্য পরিদর্শক ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, গলাচিপা খাদ্য গুদাম মোঃ খলিলুর রহমানও পি, ডবিউ-২ হিসাবে তার স্বাক্ষ্যে উক্ত স্মারক ও প্রতিবেদন প্রমান করেছেন। পি, ডব্লিউ-১ ও ২ এর জেরায় প্রকাশ পেয়েছে, পোকা খাওয়া, পঁচা মালামাল থাকলে বস্তায় থাকতে পারে। দীর্ঘদিন গুদামে বস্তা পড়ে থাকলে পঁচা/ নষ্ট/ পোকা খাওয়া হতে পারে। কিন্তু উক্ত স্মারক ও প্রতিবেদন পর্যালোচনায় ৫ টি খামালে গমের বস্তা ছিল ৪৩৭০ টি। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি গুদামে গমের বস্তা পেয়েছে ৪৩১৩ টি। প্রতিবেদন অনুযায়ী ৫৭ টি গমের বস্তা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া একটি খামালে ৫৭টি খালী বস্তা পাওয়া যায়। ফলে এটা স্পষ্টতঃরুপে প্রতীয়মান যে, আসামী গমের ৪৩৭০ টি বস্তার মধ্যে ৫৭টি বস্তার ৪২, ৭৪৩ মেঃ টন গম অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ করে এবং সরকারী কর্মকর্তা হওয়া সত্বেও অসদাচরণের মাধ্যমে আত্মসাৎ করেছেন। প্রতিবেদন পর্যালোচনায় প্রতীয়মান, গুদাম নং এফ.এস-১ এর খামাল নং ৩/১৫৮০৩০ খামালে ৪১টি বস্তার মধ্যে

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		৪১টি বস্তাই তদন্ত কমিটি পেয়েছেন এবং তা ওজন করে ৩.৫৪৯ মেঃ টনের স্থলে ০ বস্তায় ০.২৩০ মেঃ টন ঘাটতি পেয়েছেন। যা সীমিত ঘাটতি হিসাবে বিবেচিত। ফলে প্রসিকিউশন/দুদক পক্ষ আসামী ৬.২৮২ মেঃ টন চাল আত্মসাৎ করেন এ বিষয়টি প্রমাণিত নয়। *পি.ডব্লিউ-৩ মামলার সংবাদদাতা বাদী জবানবন্দীতে প্রসিকিউশনের মামলা সমর্থন করেছেন। তার জেরায় প্রকাশ পেয়েছে, পোকায় নষ্ট, ডাষ্ট প্রসঙ্গে তার কোন ধারণা নেই। আত্মসাতের অর্থ আসামীর বিভাগীয় দপ্তর বেতন থেকে কেটে নেয় কি না জানেন না। পি, ডব্লিউ-৬ তদন্ত কর্মকর্তার জেরায় প্রকাশ পেয়েছে, বিভাগীয় ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি যে রিপোর্ট দাখিল করে, সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই তিনি রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা করে চার্জশীট দাখিল করেছেন। জেরায় আরও প্রকাশ পেয়েছে বিভাগীয় তদন্তে আসামীর উপর ধার্যকৃত অর্থ বেতন থেকে $\frac{১}{৩}$ অংশ কেটে নেয়া অব্যাহত ছিল এবং ২,৬৮,৫২৭/৭৩ টাকা চার্জশীট দাখিলের সময় পাওনা ছিল। আসামীর চাকুরীর মেয়াদ ছিল ০১/০৩/২০১৬ পর্যন্ত। বিভাগীয় রিপোর্টে বেতন থেকে সমন্বয় না হলে অবসরে যাবার পর আনুতোষিক খাত থেকে কেটে দিয়ে সমন্বয় করার নির্দেশ ছিল। বর্তমানে ১,০০,০০০/- টাকার কিছু বেশী পাওনা আছে কি না জানা নেই। আসামীর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত ও শাস্তি আরোপ হয়েছে। আসামী চাকুরীর ভয়ে বিভাগীয় সিদ্ধান্ত মেনে নেয় বা কোন আত্মসাৎ করেনি মর্মে সাজেশন দিলে পি, ডব্লিউ-৬ অস্বীকার করেছে। জব্দকৃত আলামতসমূহ ও তদন্ত কমিটি কর্তৃক রনগোপালদি খাদ্য গুদামের মজুদ খাদ্যশষ্যের বাস্তব অবস্থা সংক্রান্ত প্রতিবেদন (প্রদর্শনী-১, ২) এবং গুদামের খামাল কার্ডসমূহ পর্যালোচনায় আসামী শওকত হোসেন, রনগোপালদী খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে ০৮/০৩/৯৯ থেকে ২৭/০৫/০৩ তারিখ পর্যন্ত কর্মরত থাকাকালে খাদ্য গুদামের ৫৭টি বস্তায় ৪২.৭৪৩ মেঃ টন খাদ্যশষ্য তথা গম আত্মসাৎ করে এবিষয়টি স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত। আসামীর বিজ্ঞ কৌশুলী নিবেদন করেন যে, গুদামের বস্তায় প্রচুর পরিমানে পোকা, ডাষ্ট ও পঁচা গম ছিল। যা সঠিক মত বাদ দিয়ে পরিমাপ করা হয়নি। পর্যালোচনায় দেখা যায় ৪৩৭০ টি বস্তার স্থলে ৪৩১৩টি গমের বস্তা পাওয়া গিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট খামালে বক্রী ৫৭টি বস্তা পঁচা ছেঁড়া অবস্থায় পাওয়া গিয়েছে। পোকায় খাওয়া, ডাষ্ট, পঁচা গম থাকলে তা বস্তার মধ্যেই থাকবে। বস্তা কম পাবার বা খালি পাবার*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		কোন অবকাশ নেই। এ বিষয়ে বিজ্ঞ কৌশুলীর উপস্থাপনার কোন সারবত্তা বিবেচিত হয় না। *স্বীকৃক্ত মতেই আসামী দশমিনা উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক কার্যালয়ের উপ-খাদ্য পরিদর্শক এবং অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে ঘটনাস্থলের রনগোপালদি খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ছিলেন। ফলে আসামী একজন গণ-কর্মচারী হিসাবে বিবেচিত। উক্ত গণ-কর্মচারী সংশ্লিষ্ট সময়ে রনগোপালদী খাদ্য গুদামের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনকালে ৫৭ বস্তায় ৪২.৭৪৩ মেঃ টন গম ঘাটতি হওয়ায় এবং তার কোন সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদান না করায় আসামী গণ-কর্মচারী হিসাবে অপরাধমূলক বিশ্বাস ভঙ্গ, ক্ষমতার অপব্যবহার করে অবৈধ ভাবে লাভবান হবার উদ্দেশ্যে উক্ত ৫৭ বস্তায় ৪২.৭৪৩ মেঃ টন গম আত্মসাৎ করে মর্মে বিবেচিত এবং আসামী গণ-কর্মচারী হয়ে তার নিয়ন্ত্রানাধীন গুদাম হতে ক্ষমতার অপব্যবহার করে ৪২.৭৪৩ মেঃ টন গম আত্মসাৎ করায় আসামী অসদাচরণ করেছেন মর্মেও বিবেচিত। প্রসিকিউশন/ দুদক পক্ষ আসামীর বিরুদ্ধে আনীত ৪২.৭৪৩ মেঃ টন গম আত্মসাতের বিষয়টি সন্দেহাতীত ভাবে প্রমাণে সক্ষম হলেও ৬.২৮২ মেঃ টন চাল আত্মসাতের বিষয়টি প্রমাণিত নয়। চাল আত্মসাতের বিষয়টি প্রমাণিত না হলেও আসামী কর্তৃক ৪২,৭৪৩ মেঃ টন গম আত্মসাৎ করায় আসামীর বিরুদ্ধে দন্ডবিধির ৪০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে অপরাধী তথা অপরাধজনক বিশ্বাস ভঙ্গ ও অসদাচরণের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করা হলো।* *নথি ও স্বাক্ষ্যাদী পর্যালোচনায় প্রতীয়মান, আসামী কর্তৃক আত্মসাতের বিষয়টি উন্মোচিত হওয়ায় বিভাগীয় তদন্ত ও তদন্তে আসামীকে আত্মসাতের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আসামীর মাসিক বেতনের থেকে $\frac{১}{৩}$ অংশ করে কেটে নেয়া হচ্ছে এবং বেতন থেকে সমন্বয় না হলে আসামীর অবসর গ্রহণের পর আনুতোষিক খাত থেকে সমন্বয় হবে। আসামী ইতোমধ্যে চাকুরী থেকে অবসরেও গিয়েছেন এবং আত্মসাৎকৃত অর্থের মধ্যে অবশিষ্ট চার্জশীট দাখিলের সময় ২,৬৭,৫২৭/৭৩ টাকা পাওনা ছিল এবং কেটে নেয়া অব্যাহত ছিল। আসামী ইং ০১/০৩/১৬ তারিখ সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ করেছে। বিভাগীয় শাস্তির বিরুদ্ধে আসামী উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট আপীলও করেননি। ফলে আসামীর বিরুদ্ধে আনীত আত্মসাতের*

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ

অভিযোগ আসামীর স্বীকৃত মতেই প্রমাণিত। আসামীর সরকারী চাকুরী হতে অবসর গ্রহণ, বয়স এবং আত্মসাৎকৃত গমের সরকারী মূল্য আসামীর থেকে আদায় কার্যক্রম চলমান বিবেচনা করে আসামীকে শুধুমাত্র উপযুক্ত সাজা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণক্রমে বিবেচোর বিষয়গুলো নিম্পন্ন করা হলো।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

আসামী মোঃ শওকত হোসেন, সাবেক উপ-খাদ্য পরিদর্শক, দশমিনা, বর্তমানে গলাচিপা উপজেলা খাদ্য অফিস ও বর্তমান অবসরপ্রাপ্ত, পিতা মৃত আঃ ওয়াজেদ হাওলাদার, সাং-খাসমহল, থানা-রাঙ্গাবালী, জেলা- পটুয়াখালীর বিরুদ্ধে দন্ড বিধির ৪০৯ তৎসহ ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়ায় দন্ড বিধির ৪০৯ ধারার অপরাধে ৫ (পাঁচ) বছরের সশ্রম কারাদন্ড ও ১০,০০০/- টাকা অর্থদন্ড, অর্থদন্ডের টাকা অনাদায়ে আরও ৬ (ছয়) মাসের বিনাশ্রম কারাদন্ড এবং ১৯৪৭ সালের দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারার অপরাধে ৫ (পাঁচ) বছরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত করা হলো। উভয় দন্ড একই সাথে কার্যকরী হবে। সাজাপ্রাপ্ত আসামীর ইতোপূর্বে হাজত বাস থাকলে সাজার মেয়াদ থেকে বিয়োজনের নির্দেশ দেয়া গেল।

এমতে সাজাপ্রাপ্ত আসামীর বিরুদ্ধে সাজা পরোয়ানা ইস্যু করা হোক।

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য রায়ের কপি বিজ্ঞ চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত, পটুয়াখালীতে প্রেরণ করা হোক।

আমার কথিত মতে কম্পোজকৃত ও সংশোধিত।

স্বাঃ/বাস দেব রায়
১৯/০৬/২০১৬
(বাসুদেব রায়)
বিশেষ জজ, পটুয়াখালী

উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দশমিনা বিগত ইংরেজী ৩০.১১.২০০২ তারিখে রনগোপালদি খাদ্য গুদাম আকস্মিক ভাবে পরিদর্শনে আসামী-আপীলকারীর উপস্থিতিতে ৯৬,৩৮৫.৮৮ টাকা মূল্যের চাল ঘাটতি পান। বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনায় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী অতি দ্রুত ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি পরিমাপকালে রনগোপালদি খাদ্য গুদামে ৫,৫৫,৬৬৯/- টাকা মূল্যের চাল ঘাটতি পান। উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দশমিনা এবং

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ
		জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী কর্তৃক গঠিত ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটির সহিত আসামী-আপীলকারীর কোন পূর্ব শত্রুতা ছিল মর্মে তথ্য উপাত্ত উপস্থাপন করতে আসামী আপীলকারী সম্পর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, পটুয়াখালী কর্তৃক গঠিত ০৪ (চার) সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি এবং উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, দশমিনা হাতেনাতে এবং বাস্তব পরিমাপে আসামী আপীলকারীর আত্মসাতের বিষয়টি প্রমান পেয়ে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রসিকিউশন পক্ষের সকল স্বাক্ষীগণের সাক্ষ্য সবিস্তারে পর্যালোচনায় প্রতীয়মান যে, সকল সাক্ষ্যগন পরস্পর পরস্পরকে সমর্থন করে বক্তব্য প্রদান করে প্রসিকিউশন পক্ষের অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন। বিচারিক আদালতের রায় পর্যালোচনায় কোন প্রকার ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয় না। বিজ্ঞ বিচারিক আদালতের রায় ও দন্ডাদেশ সঠিক এবং ন্যায়ানুগ হয়েছে। অত্র আপীলটি না-মঞ্জুরযোগ্য। **অতএব, আদেশ হয় অত্র আপীলটি না-মঞ্জুর করা হল।** বিজ্ঞ বিশেষ জজ, পটুয়াখালী কর্তৃক বিশেষ মামলা নং ১০/২০১৫-এ প্রদত্ত বিগত ইংরেজী ১৯.০৫.২০১৬ তারিখে তারিখের প্রদত্ত রায় ও আদেশ এতদ্বারা বহাল রাখা হল। অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপি প্রাপ্তির ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে আসামী-আপীলকারীকে বিজ্ঞ বিচারিক আদালতে আত্মসমর্পনের নির্দেশ প্রদান করা হলো। ব্যর্থতায় বিজ্ঞ আদালত আসামীকে গ্রেফতারের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহন করবেন অত্র রায় ও আদেশের অনুলিপিসহ অধস্তন আদালতের নথি সংশ্লিষ্ট আদালতে দ্রুত প্রেরন করা হউক। (বিচারপতি মোঃ আশরাফুল কামাল)

হাইকোর্ট ফৌজদারী ফরম নং- ৬

নম্বর ২০

ক্রমিক নং	তারিখ	নোট ও আদেশ